কোটচাঁদপুরে ৪ মাসে ৮ টি চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে কোন প্রকার প্রতিকূলতা ছাড়ায় একের পর এক মোটরসাইকেল চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে । এ যেন আলাদিনের চেরাগের মত, নেই কোন বাধা, পড়েনা ধরা, হয় না জেল জরিমানা । সল্প সময়ে অভিনব কায়দায় মোটরসাইকেল চোর চক্রের সদস্যরা চুরি করছেন প্রয়োজনীয় ও শখের এই যানটি।

ভুক্তভোগীরা সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি কিংবা অভিযোগ এমনকি মামলা করেও মিলছে না কোন প্রতিকার। বিপরীতে ভুক্তভোগীদের বিভিন্ন সময়ে হয়রানীর শিকার হতে হচ্ছে।

সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পুলিশ, সাংবাদিক কেউই রেহাই পাচ্ছে না সংঘবদ্ধ এই চক্রের হাত থেকে। বাড়ি কিংবা অফিস, বাজার সব খানেই চক্রের এই সদস্যদের বিচরণ। শুধুমাত্র রাতের আঁধারেই না, দিনের আলোতেও জনসম্মুখে চলছে এ চক্রের সদস্যদের হানা।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকালে কোটচাঁদপুর কলেজ বাসস্ট্যান্ডের ন্যাশনাল কম্পিউটারের পাশ থেকে প্রাইভেট পড়ার সময় মুনতাসির ছুয়াগ নামের এক ছাত্রের একটি মোটরসাইকেল চুরি হয়। এর আগে একই স্থান থেকে ওই কম্পিউটার সেন্টারে আসা জনৈক ব্যক্তির চুরি হয় একটি বাইসাইকেল।

গেল আগষ্ট মাসে মামুনশিয়া গ্রামের নয়ন ও কাগমারী গ্রামের শুভ নামের দুই যুবকের মোবাইল ছিনতাই হয়।

১০ সেপ্টেম্বর ছিনতাইয়ের শিকার হন সলেমানপুরের এক গৃহবধু। ২ নভেম্বর তালসার-কোটচাঁদপুর রাস্তা থেকে ছিনতাই হয় এক গৃহবধুর গলার চেইন। ১৫ নভেম্বর টি এন্ড টি অফিসের সামনে থেকে এক পথচারী মহিলার এবং তার কিছুদিন আগে টি এন্ড টি পাড়ার সলেমানের মেয়ে ছোয়ার গলার চেইন ছিনতাই হয়।

এ সব ছিনতাইয়ের বেশির ভাগ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মোটরসাইকেলে করে। যার অধিকাংশ হয়েছে পৌর শহরের মধ্যে। এদিকে এ সব ঘটনার কোন প্রতিকার না পেয়ে হতাশ হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলমের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, মোটরসাইকেলের বিষয় নিয়ে এখনও কেউ অভিযোগ করেনি। চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশ কাজ করছে।

কালীগঞ্জে ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ২০২০’ আয়োজিত

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ৪২তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে কালীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব সূবর্ণা রাণী সাহার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ ৪ আসনের সাংসদ মোঃ আনোয়ারুল আজীম আনার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ জাহাঙ্গীর সিদ্দিক, ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ শিবলী নোমানী, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহানাজ পারভীন ।

মেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রদর্শন করেন। মেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার প্রদান করা হয়।

এ সময় উপজেলার বিভিন্ন কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও স্টলে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খালিশপুরে ইসলামী ব্যাংকের উপ-শাখার উদ্বোধন

ঝিনাইদহের মহেশপুরের খালিশপুর বাজারে ইসলামী ব্যাংকের উপ-শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১১ টায় খালিশপুর বাজারে ইসলামী ব্যাংকের ১৪৫ তম এই উপ-শাখার উদ্বোধন করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও যশোর জোন প্রধান মোঃ মাকসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খালিশপুর বিজিবি ৫৮ ব্যাটালিয়নের লেঃ কর্ণেল এন্ড সিও কামরুল আহসান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইসলামী ব্যাংকের এসভিপি ও যশোর শাখা প্রধান মোঃ আশরাফুল আলম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ইসলামী ব্যাংকের এভিপি ও কোটচাঁদপুর শাখা প্রধান মোশতাক আহম্মেদ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন এসবিকে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আরিফান হাসান চৌধুরী নুথান, খালিশপুর বাজার বণিক সমিতির সভাপতি মোঃ আজব আলীসহ শাখা কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ।

ইটভাটায় পুড়ছে কাঠ

মেহেরপুরের বিভিন্ন ইটভাটায় প্রচলিত আইনের তোয়াক্কা না করে অবাধে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ। ফলে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই ইটভাটাগুলো। জেলা ও জেলার বাইরের বনাঞ্চলের গাছ ধ্বংস করে লাখ লাখ টন কাঠ পোড়ানো চলছে ভাটাগুলোতে।

পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসনের অনুমোদন ছাড়াই শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স দিয়েই চলছে এসব ইটভাটা। এতে ক্ষতির মুখে পড়ছে পরিবেশের ভারসাম্য। উজাড় হচ্ছে বনজ সম্পদ।

সরকারি হিসেবে জেলায় ছোট বড় মিলিয়ে ১১৪টি ইটভাটা রয়েছে। এদের বেশিরভাগেরই অনুমোদন নেই। অবৈধভাবে গড়ে উঠা ৮০ ভাগ ইটভাটায় কয়লার পরিবর্তে কাঠ দিয়ে ইট পোড়ানোর প্রস্তুতি চলছে। অনেকে ভাটার ভেতরেই ভ্রাম্যমাণ স’মিল বসিয়ে কাঠ চেরাই করে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছে। এসব ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো বন্ধে প্রশাসন বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো নাজরদারি নেই।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ইটভাটা তৈরি করতে কমপক্ষে ৬ একর জমির প্রয়োজন হয়। ইটভাটার মালিকরা জমির মালিকদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ফসলি জমি থেকে মাটি কেটে নিচ্ছে। এতে ফসলি জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। কমে যাচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ এর ১৬ ধারায় বলা আছে, কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করেন, তাহলে তিনি অনধিক তিন বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক তিন লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের ফয়সাল আহমেদ বলেন, প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে ইটভাটার মালিকরা কাঠ পোড়াচ্ছে। অধিকাংশ ইটভাটাগুলো রাস্তার পাশেই। ভাটার ধোঁয়া ও ধুলায় আমাদের চলাচল করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ভাটার মাটি বহনের সময় রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে।

এছাড়া একটু বৃষ্টি হলেও সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে যায়। নানামুখি সমস্যা তৈরি করছে ইটভাটাগুলো।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদির এসএস ব্রিকসের মালিক সেলিম হোসেন মোল্লা জানান, ভাটায় আগুন দিতে তিন থেকে চারশ মন কাঠ লাগে। কিন্তু জিগজাগ ভাটা (হাওয়া ভাটা) তৈরি করতে ৭০ থেকে ৭৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ করতে হয়। কাঠ পোড়ানোর ফিক্সড চিমনির ভাটা ২৫ লাখ টাকা হলেও তৈরি করা সম্ভব। যে কারণে ফিক্সড চিমনির সংখ্যা বেশি।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, কাঠ পোড়ানোর ফলে ইটভাটার নির্গত কালো ধোয়ায় মানুষের হাঁপানি, শ^◌াসকষ্ট, ফুসফুসের ক্যানসারসহ নানা রোগের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও অতিরিক্ত কার্বনডাই অক্সাইডের কারণে মাঠের ফসল ও এলাকার পরিবেশ দূষণ হয়। শিশু ও বয়স্কদের জন্য এই দূষণ খুবই ক্ষতিকর। করোনা কালে কাঠপোড়ানোকে একেবারেই বন্ধ করা উচিৎ।

সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র মেহেরপুরের

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাফর উল্লাহ বলেন, আমরা ভাটা মালিকদের কাঠ পোড়াতে নিষেধ করেছি। তবে কাঠ পোড়ানোর বিষয়টা পরিবেশ অধিদপ্তরের। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ স’মিল বসিয়ে কাঠ চেরাই করলে অবশ্যই সেটা বাজেয়াপ্ত করব।

পরিবেশ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আতাউর রহমান বলেন, গত বছর আমাদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ছিল না তাই আমরা তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে পারিনি। এবার আমাদের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট আছে। কোনো ভাটাতেই কাঠ পোড়াতে দেব না আমরা। খুব শিগগির অভিযান পরিচালনা করব।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, ভাটায় আগুন দেওয়ার জন্য কিছু কাঠ পোড়ানোর আবেদন করেছিল ভাটা মালিকরা। তবে এর থেকে অতিরিক্ত কাঠ পোড়ালে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালিয়ে কাঠ পোড়ানো বন্ধ করা হবে।

শৈলকুপা প্রতিনিধি জানান, ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ইটের ভাটায় পোড়ানো হচ্ছে কাঠ। এ যেন দেখার কেউ নেই, হাজার হাজার মণ কাঠ পাহাড়ের মত উঁচু করে রেখে একে একে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। শৈলকুপা উপজেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ২২টির মত ইট ভাটা, এর মধ্যে ৪টি ইট ভাটায় ড্রাম চিমনি রয়েছে, বাকিগুলো ফিক্সড চিমনির। শৈলকুপায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পায়নি কোনো ইটভাটা।

এসব ভাটায় প্রতিদিন আনুমানিক দেড় হাজার মণ কাঠ পুড়বে বলে জানা গেছে। সরোজমিন ঘুরে দেখা যায়, ইট ভাটার মৌসুম শুরু হওয়ায় কাঠ পোড়ানোর প্রতিযোগীতায় নেমেছে ভাটা মালিকরা। উপজেলার প্রতিটি ভাটায় প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৪০০ মণ কাঠ পোড়ানো হয়ে থাকে। এভাবে প্রতিদিন কাঠ পুড়তে থাকলে পরিবেশের উপর মারাত্বক প্রভাব পড়বে জেনেও পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্তা ব্যক্তিরা উদাসীন। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রকাশ্যে কিভাবে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে তা নিয়ে জনমনে নানান প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ভাটা মালিক আঃ মান্নান জানান, একটি ভাটায় জ্বালানি হিসেবে প্রতিদিন গড়ে ২০০ থেকে ৩০০ মণ কাঠ ব্যবহার হয়ে থাকে। তার ভাটায় প্রতিদিন ২০০ মণ কাঠ লাগে। তবে কয়লা দিয়েও ইট পোড়ান বলে জানান তিনি। হাটফাজিলপুর এলাকার এক ইটভাটার মালিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, তার ভাটায় প্রতিদিন ৩০০ মণ জ্বালানি কাঠ লাগে। উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ইটভাটা ঘুরে দেখা যায়, সব ভাটাতে কাঁচা

ইট পোড়ানোর জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে হাজার হাজার মণ কাঠ।

ইট ভাটায় জ্বালানি কাঠ পোড়ানোর নিয়ম আছে কিনা জানতে চাইলে পরিবেশ অধিদপ্তরের যশোর আঞ্চলিক অফিসের উপ-পরিচালক হারুন অর রশীদ জানান, ভাটায় কাঁচা ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জিকজার ভাটা ছাড়া সরকারিভাবে কোন ভাটার অনুমোদন দেওয়া হয় না।

তিনি জানান, ২০১৪ সাল থেকে জিকজার ভাটা ছাড়া ড্রাম চিমনি ও ১২০ ফিট লম্বা ফিক্সড চিমনির ভাটা অবৈধ।

এব্যাপারে শৈলকুপার এসি ল্যান্ড পার্থ প্রতিম শীল বলেন, এভাবে কাঠ পোড়ানো সম্পূর্ণ বে-আইনী। হাই কোর্টের নিষেধাজ্ঞা না থাকলে অবশ্যই ভাটাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় ভুয়া গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যসহ আটক-৩

কুষ্টিয়ায় ভুয়া ডিবি পুলিশ, র্যাব ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের আটক করেছে পুলিশ।

তারা ভুয়া ডিবি পুলিশ, র্যাব ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পরিচয় দিয়ে অভিনব কৌশলে ছিনতাই/ডাকাতি করতো।

রোববার রাতে ভেড়ামারা উপজেলার ১২ মাইল এলাকা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করা হয়।

এ সময় একটি প্রাইভেট কার, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোগোযুক্ত টি-শার্ট, স্পেশাল ফোর্স কমান্ড লোগোযুক্ত টি-শার্ট ও নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহৃত দুই জোড়া বুট, র্যাবের ব্যবহৃত একটি কালো টুপি, ওয়াকি টকি সেট, দেশীয় তৈরি তরবারি ও ডেগার টিপ চাকু, ২ টি বিদেশি পিস্তল, দুইটি ম্যাগাজিন, ৪ রাউন্ড গুলি ও ১১বোতল ফেনসিডিলসহ স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ৯২ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

আটককৃতরা হলো ঢাকার সাভারের মৃত জমির খানের ছেলে আরিফুল ইসলাম (৪২), নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার কালা মিয়ার বাড়ি এলাকার তোফাজ্জল হকের ছেলে খোকন মিয়া ওরফে জামাল মিয়া(৫৫), মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি এলাকার আব্দুর রবের ছেলে মোহাম্মদ হারুন ওরফে বাবু মিয়া(৪২)কে আটক করা হয়।

সোমবার সকালে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ তথ্য জানান কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত।

তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে কুষ্টিয়া শহর ও আশপাশের উপজেলায় বিভিন্ন কৌশলে কখনও পুলিশ কখনও গোয়েন্দা পুলিশ আবার কখনও র্যাব এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিতো।

বিশেষ করে গরু ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ধোকা দিয়ে টাকা সংরক্ষণ করে রাখার কথা বলে ব্যাপারীদের নিকট থেকে টাকা নিয়ে গাড়িতে রাখত এবং শহরের মধ্যে নারীদের কাছ থেকে স্বর্ণালংকার ছিনতাই করতো তারা।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার আরও জানান, আটককৃত ছিনতাইকারীরা প্রাইভেট কারটি ব্যবহার করে বিভিন্ন বাহিনীর পোশাক, বুট, ওয়াকি টকি সেট, অস্ত্র-গুলি ব্যবহার করে গরু ব্যবসায়ী, সাধারণ ব্যবসায়ী ও ভদ্র মহিলাদের টার্গেট করে ডিবি পুলিশ, র্যাব, কখনও গোয়েন্দা সংস্থাসহ অন্যান্য বাহিনীর পরিচয় দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে কুষ্টিয়া যশোর ঝিনাইদহ পাবনা রাজশাহী বগুড়া টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় দীর্ঘদিন ধরে ছিনতাই করে আসছিল।

১৪ টি অপরাধ সংঘটিত হয়ে আসছে। যার মধ্যে ৬ টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কুষ্টিয়াতে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় ডোপ টেস্টে ৮ পুলিশ চাকরিচ্যুত

ডোপ টেস্টে মাদক সেবনের প্রমাণ পাওয়ায় কুষ্টিয়া জেলায় কর্মরত আট পুলিশ সদস্যকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলে পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে।

তাদের মধ্যে দু’জন উপপরিদর্শক (এসআই), দু’জন সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) এবং বাকিরা কনস্টেবল পর্যায়ের। এ ছাড়া এক সার্জেন্টসহ দু’জনের বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত আছে।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত পুলিশ সুপার হিসেবে যোগ দেওয়ার পর মাদকের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেন। মাদক ব্যবসায়ী, সেবনকারীদের বিষয়ে যেমন কঠোর ব্যবস্থা নেন, তেমনি পুলিশে কারা কারা মাদক ব্যবসা ও সেবনের সঙ্গে জড়িত তাও খূঁজে বের করা নির্দেশ দেন।

এরপর শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীদের পাকড়াও করার পাশাপাশি পুলিশেও শুরু হয় শুদ্ধি অভিযান। আইজিপির নির্দেশে পুলিশ সদস্যদের ডোপ টেস্ট করার উদ্যোগ নেন পুলিশ সুপার। তিনি সহেন্দভাজন ও গোয়েন্দা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৯ সালের মে মাসে প্রথম কয়েকজন পুলিশ সদস্যের ডোপ টেস্ট করানোর নির্দেশ দেন। পরীক্ষায় এসব সদস্যের নিয়মিত মাদক সেবনের রিপোর্ট আসে।

এরপর গত দেড় বছরে পর্যায়ক্রমে ১১ জনের ডোপ টেস্ট করা হয়। এর মধ্যে ৯ জনই মাদক সেবন করতেন বলে ধরা পড়ে। পরীক্ষায় দু’জন এসআই, দু’জন এএসআই মাদক সেবনে জড়িত বলে জানা যায়। এ ছাড়া এক এসআইর কাছে মাদক পাওয়া যায়। যাদের মধ্যে একজন ট্রাফিক সার্জেন্ট রয়েছেন। মাদক সেবনকারী এসব পুলিশ সদস্য বিভিন্ন থানা ও ক্যাম্পে কর্মরত ছিলেন।

মাদকের বিষয়টি ধরা পড়ায় বিভাগীয় মামলার পাশাপাশি প্রথম দিকে অন্য জেলায় বদলি করা হয় তাদের। এর মধ্যে এক এসআইকে রাঙামাটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর ওই সার্জেন্টকে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। মাদক সেবনের বিষয়টি ধরা পড়ার পর অন্য সবাইকে বিভিন্ন জেলায় বদলি করা হয়। তদন্তে প্রমাণিত হওয়ার পর তাদের আটজনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত বলেন, মাদকের সঙ্গে কোনো আপস নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইজিপিও মাদকের সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই শুদ্ধি অভিযান চলছে। আমরা কুষ্টিয়া থেকে মাদক নির্মূলের পাশাপাশি পুলিশ থেকেও চিরতরে মাদকাসক্তদের বাড়িতে পাঠাতে চাই। কোনো মাদক সেবনকারীর পুলিশে চাকরি করার অধিকার নেই।

কুষ্টিয়ায় অন্তঃসত্ত্বা স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা!

‘আমার পেটে জীবনের বাচ্চা। আমিতো বেঁচে থাকতে ওর বিচার করতে পারলাম না। মরার পরে যেন কঠোর বিচার হয়” মৃত্যুর আগে এভাবে আবেগঘন সুইসাইড নোট লিখে দুই মাসের অন্তঃস্বত্তা এক স্কুলছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। সোমবার সকাল ৭ টার দিকে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার বাগুলাট ইউনিয়ের চর নিতাইল পাড়ার পূর্ব পাড়াতে এ ঘটনা ঘটে।

ওই ছাত্রীর নাম সোনিয়া খাতুন (১৬)। তিনি শালঘর মধুয়া হাজী আছিয়া খাতুন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী এবং নিতাইল পাড়ার সুফিয়া খাতুনের কন্যা।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, একই এলাকায় জহুরুল হাজীর কলেজ পড়ুয়া ছেলে জীবনের (২০) সাথে সোনিয়ার প্রায় এক বছর যাবৎ প্রেম চলছিল। এর মাঝে তারা শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। সম্পর্কের এক পর্যায়ে সোনিয়া দুই মাসের অন্তঃস্বত্তা হয়ে পড়লে বিয়ের জন্য জীবনকে সোনিয়া চাপাচাপি করতে থাকে। এরপর গত শনিবার জীবনের সাথে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাগপত্র গুছিয়ে রাখে সোনিয়া।

কিন্তু জীবন পালাতে রাজি না হওয়াই রবিবার সন্ধ্যায় জীবনের বাড়িতে ছুটে যায় সোনিয়া। এসময় জীবনের মা বাবা বোন মিলে সোনিয়াকে মারধর করে তাড়িয়ে দেয়। সোনিয়া সোজা বাঁশগ্রাম পুলিশ ক্যাম্পে গিয়ে লিখিত অভিযোগ করে। পুলিশ বিষয়টি দেখা হবে বলে আশ্বস্ত করে সোনিয়াকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। অপমান আর ক্ষোভে সোমবার সকাল ৭ টার

দিকে সুইসাইড নোট লিখে নিজ ঘরে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে সোনিয়া।

নিহতের মা সুফিয়া খাতুন জানান, জীবনের সাথে গোপনে সোনিয়ার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। জীবনের বাড়িতে গেলে ওরা মারধর করলে ক্যাম্পে যায় সোনিয়া। পরে পুলিশ সোনিয়াকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। তিনি আরো জানান, রাতেই সোনিয়ার কাছ থেকে জানতে পারলাম ওদের শারীরিক সম্পর্ক ছিল এবং সোনিয়া দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা। তবে মেডিকেল টেস্ট করানো হয়নি। সুফিয়া জানান, আমার মেয়ে বাবা হারা। অনেক কষ্টে বড় করেছি। ওর সাথে যারা খারাপ কিছু করেছে, তাদের কঠোর বিচার চাই।

এ বিষয়ে বাঁশগ্রাম পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ রেজাউল ইসলাম মুঠোফোনে জানান, মেয়েটি ক্যাম্পে এসে তার এক ছেলের সাথে প্রেমের কথা জানিয়ে বলে আমি বাড়ি গেলে পরিবারের লোকজন মারবে। এ কথা শুনে আমরা বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি। তবে লিখিত অভিযোগের কথা তিনি অস্বীকার করেন।

কুমারখালী থানার ওসি অফিসার মজিবুর রহমান জানান, সুইসাইড নোট লিখে মেয়েটি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তদন্তের স্বার্থে সুইসাইড নোটসহ একটি ডায়েরী জব্দ করা হয়েছে এবং সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এদিকে ঘটনার পর থেকেই জীবনসহ তার পরিবারের সকল সদস্য পলাতক রয়েছে।

ধানের জমিতে হামলা চালিয়ে ১১০ কৃষককে গলাকেটে হত্যা!

নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মাইদুগুরি শহরের কাছে ধানের জমিতে হামলা চালিয়ে অন্তত ১১০ কৃষককে হত্যা করেছে বোকো হারাম জঙ্গিরা। প্রথমে ৪৩ জনের মৃত্যুর খবর এসেছিল।

জিহাদ বিরোধী একজন মিলিশিয়া শনিবার জানান, খোশোবে গ্রামে

হত্যাকারীরা কৃষি শ্রমিকদের হাত পা বেঁধে গলা কেটে হত্যা করে।

নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মাদু বুহারি এ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, নির্বোধ এই হত্যাকাণ্ডে পুরো দেশ আহত হয়েছে।
মিলিশিয়া নেতা বাবাকুরা কোলো জানান, তারা ১১০টি লাশ উদ্ধার করেছেন। সবাইকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছে।

অপর এক মিলিশিয়া ইব্রাহিম লিমান জানান, নিহত এসব শ্রমিক প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরের সোকাতো রাজ্য থেকে কাজের খোঁজে উত্তর পূর্বাঞ্চলে আসে।

বোকো হারাম ও আইএসডব্লিওএপি আইএস সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ। সেনাবাহিনী ও স্থানীয় মিলিশিয়াদের কাছে তথ্য পাচার ও গুপ্তচর কাজে নিয়োজিত রয়েছে এমন সন্দেহে রাখাল, কৃষক ও শ্রমিক জাতীয় লোকজনকে টার্গেট করে তাদের হত্যা করে বোকো হারাম।

গত মাসেও পৃথক দুটি ঘটনায় বোকো হারাম জমিতে সেচ দেয়ার কাজে নিয়োজিত ২২ কৃষিশ্রমিককে হত্যা করে।

ইরানি বিজ্ঞানী হত্যার নিন্দা জানাল আমিরাত ও জর্ডান

ইরানের শীর্ষ পরমাণু বিজ্ঞানী মোহসেন ফাখরিজাদে হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং জর্ডান। শুক্রবার রাজধানী তেহরানের কাছে ইরানের এ বিজ্ঞানীকে সন্ত্রাসীরা বোমা হামলা ও গুলি চালিয়ে হত্যা করে।

রবিবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতি প্রকাশের মাধ্যমে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ঘৃণ্য এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানায় সংযুক্ত আরব আমিরাত। এ ঘটনার ফলে আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা ও উত্তেজনা আরও বেড়ে যাবে বলে মন্তব্য

করা হয়েছে বিবৃতিতে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত বলেছে, যেকোনও মূল্যেই হোক আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে সব পক্ষকে ধৈর্য ধারণের আহ্বান জানিয়েছে আবুধাবি।

এদিকে, জর্ডানও একই ধরনের বিবৃতি দিয়ে ইরানি বিজ্ঞানী হত্যার নিন্দা জানিয়েছে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ফাখরিজাদে হত্যার ঘটনায় ইরানের পক্ষ থেকে মূলত ইসরায়েলকে দায়ী করা হচ্ছে।

ম্যারাডোনাকে গোল উৎসর্গ করতে গিয়ে হলুদ কার্ড পেলেন মেসি!

বর্তমান ফুটবলের অন্যতম মহাতারকা আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি হলুদ কার্ড পেলেন তার গুরু আরেক মহাতারকা ও আর্জেন্টাইন সুপারস্টার সদ্য প্রয়াত দিয়েগো ম্যারাডোনাকে গোল উৎসর্গ করতে গিয়ে।

গোল করার পর ম্যারাডোনার স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে গিয়ে বার্সার জার্সি খুলে ফেলেন লিওনেল মেসি। জার্সি খুলতেই বেরিয়ে আসে লিওয়েলস ওল্ড বয়েজের জার্সি নম্বর ১০, যে জার্সি পরে ক্যারিয়ারের পড়ন্ত বেলায় খেলেছেন ‘ফুটবল ঈশ্বর’ম্যারাডোনা। আর মেসির ক্লাব ক্যারিয়ারও শুরু হয়েছিল ওল্ড বয়েজেই।

এরপর দুই হাত বাড়িয়ে সাবেক গুরুর প্রতি ভালোবাসার চুম্বনও ছুড়ে দেন মেসি। কিন্তু মাঠের রেফারি বিষয়টি আবেগের দৃষ্টিতে দেখেননি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বার্সা অধিনায়ককে হলুদ কার্ড দেখান।

এতে অবশ্য তার দোষ নেই। কারণ নিয়ম এটাই। কিন্তু এই হলুদ কার্ড দেখিয়ে স্বস্তিতে নেই রেফারি। তিনি নিজেই চান, ফিফা যেন মেসির

হলুদ কার্ড প্রত্যাহার করে নেয়।

ঘটনাটি ঘটে রবিবার দিবাগত রাতে স্প্যানিশ লিগে বার্সেলোনা বনাম ওসাসুনার ম্যাচে। ম্যাচটি কাতালানরা জেতে ৪-০ গোলে। দলের হয়ে দুর্দান্ত একটি গোল করেন আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসি। গোলটি করে তা প্রয়াত ম্যারাডোনাক উৎসর্গ করার জন্য বার্সার জার্সি খুলে ভেতরে থাকা ওল্ড বয়েজের জার্সি পরে হাত দুটো উপরে তুলে ধরেন এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। প্রিয় গুরুকে গোল উৎসর্গ করতে গিয়ে বার্সার জার্সি খোলায় নিয়ম অনুযায়ী হলুদ কার্ড দেখতে হয়েছে মেসিকে।

তবে ম্যাচের রেফারি অ্যান্তোনিও ম্যাতিউ অনুশোচনায় পুড়ছেন মেসিকে হলুদ কার্ড দেখানোর পর থেকে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, মেসির সেই হলুদ কার্ড প্রত্যাহার করে নেবে ফিফা।

রেফারি ম্যাতিউ বলেন, “আমি যখন হলুদ কার্ডটি বের করার জন্য পকেটে হাত দিয়েছি, আমার হৃদয়টা ভেঙে গিয়েছিল। আমার মনে হয় ফিফার এই নিয়মটার (জার্সি খুললে হলুদ কার্ড) ব্যতিক্রম নিয়ম তৈরি করা উচিত। যখন কেউ কৃষ্ণাঙ্গ নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন (ব্ল্যাক লাইভস মেটার) সমর্থন করে কিংবা কেউ কোনও কিংবদন্তিকে সম্মান জানায়, তখন ফিফার উচিৎ এটি ক্ষমা করে দেওয়া।

আমি শুধুমাত্র আমার দায়িত্ব পালন করেছি। নিয়ম ভঙ্গ করায় হৃদয়ভাঙা কষ্ট নিয়েই আমি কার্ডটি দেখাতে বাধ্য হয়েছি। ম্যারাডোনা একজন কিংবদন্তি ফুটবলার ছিলেন। আমি আশা করব লা লিগা অথবা ফিফা মেসির এই হলুদ কার্ডটি প্রত্যাহার করে নেবে।”

এসময় রেফারি মেসির সমর্থকদের প্রতি কার্ড দেখানোর এই বিষয়টি ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখার অনুরোধ জানান।

গত কয়েকদিন ধরেই পুরো বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গন শোকের ছায়ায় আচ্ছাদিত হয়ে আছে। বুধবার (২৫ নভেম্বর) আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়েগো ম্যারাডোনা পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছেন। তার এই চলে যাওয়াটা পুরো ক্রীড়াঙ্গনে মন খারাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপের প্রায় সব ফুটবল লিগে ম্যাচ শুরুর আগেই এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।